পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯২তম সভার কার্যবিবরণী

০৯/১১/২০১৫, ১০/১১/২০১৫, ১৫/১১/২০১৫ ও ১৬/১১/২০১৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Extension of Gas Distribution Network in Bhola and New Network at Borhanuddin সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা),৩, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Bangora Development Well# 6 & 7 (Location Bangora & Gopalnagar under Comilla District), Tullow Bangladesh Limited, H#17, R#9, Baridhara, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস কূপ খনন প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **মোংলা বন্দর হতে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত পশুর নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ,মোংলা, বাগেরহাট-৩৯৫১** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রেজিং প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় ও ৩য় পর্যায়) সদর দপ্তর এসডবি□উও দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. **সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের "রশিদপুর -১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন" প্রকল্প, রশিদপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস কূপ খনন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. **সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের "রশিদপুর - ০৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন" প্রকল্প, রশিদপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস কূপ খনন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. **সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের "রশিদপুর - ১২ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন" প্রকল্প, রশিদপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কূপ খনন ও গ্যাস উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. **হোলসিম সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লিঃ (ইউনিট-৪), চর রমজান সোনাউল□াহ, মেঘনা ফেরীঘাট, পোঃ নিউটাউন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র সিমেন্ট প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদষ্টন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত Dust Collector-সমূহ সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে Down wind direction-এ কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান (SPM /PM_{10}) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান (SPM /PM_{10}) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

জ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঝ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ঞ) কারখানার চত্তরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন ক্লিংকার, জিপসাম, চুনাপাথর ইত্যাদি রাখা যাবেনা।

ট) Raw materials এবং Finished Products loading, unloading, Transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালূ রাখতে হবে।

ঠ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ড) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঢ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ণ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. **হাইম্যাক্স পেইন্টস লিঃ, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অয়েল বেজ পেইন্ট উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র অয়েল বেজ পেইন্ট উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই বাইরে নির্গমন করা যাবেনা ।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাস্ট কালেক্টর ও এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. **এন.এ.জেড বাংলাদেশ লিঃ, ৫ নং বিশিয়া, কুড়িবাড়ী, জয়দেবপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং, ফিনিশিং ও অল ওভার প্রিন্টিং) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১২/০৭/২০০৫ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/৩৫৩১/২৭৪৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ওয়াশিং, ফিনিশিং ও অল ওভার প্রিন্টিং কার্যক্রম এবং ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. **বাগদাদ টেক্সটাইল মিলস, ডগাইর, সার□লিয়া, ডেমরা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও প্রিন্টিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশে□ষিত ফলাফল এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং ও প্রিন্টিং কার্যক্রম এবং ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. মেসার্স লিলি কেমিক্যালস কোং, দক্ষিণ গোলাকান্দাইল, ভূলতা, র□পগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এডহেসিভ ও থিনার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র এডহেসিভ ও থিনার উৎপাদন এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা ।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩. গ্র্যান্ড কার্বন টেকনোলজি কোং লি:, শুভল-I, মির্জাপুর, টাংগাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাটকাঠি থেকে কার্বন পাউডার তৈরী) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র পাটকাঠি থেকে কার্বন পাউডার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি ফরমেটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রিয় করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কাল-পানি) কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরল-বর্জ্য Neutralization বেসিনের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত ডাস্ট কন্ট্রোল সিস্টেম সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে।

জ) কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঞ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৪. সুলতানা ইয়ার্ন ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বোকরান, মনিপুর, ভাওয়ালগড়, সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপি-এর মাধ্যমে পরিশোধনের পর ১০০% রিসাইক্লিং/রি-ইউজ করা হচ্ছে মর্মে উদ্যোক্তার অঙ্গীকারনামা এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ণ ডাইং কার্যক্রম এবং ৩ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) উদ্যোক্তার দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধনের পর ১০০% রিসাইক্লিং/রি-ইউজ করতে হবে। অপরিশোধিত বা পরিশোধিত কোন ধরনের তরল বর্জ্য ড্রেনেজ লাইন বা অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শনকালে এর কোন ব্যতিক্রম দেখা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিপূরণ আদায়সহ প্রয়োজনীয় অননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

জ) কারখানা চত্তরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. আপন টেক্সটাইল লিঃ, পাড়াগাঁও, ভূলতা, র"পগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডায়িং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশে□ষিত ফলাফল এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডায়িং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং , প্রিন্টিং, গার্মেন্টস ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্তরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. মেসার্স খুলনা কার্বন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, নরেন্দ্রপুর, রূপদিয়া, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জুট স্টিক চারকোল/পাটকাঠি হতে কয়লা উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে যশোর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র পাটকাঠি থেকে কার্বন পাউডার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রিয় করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কাল-পানি) কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরল-বর্জ্য Neutralization বেসিনের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত ডাস্ট কন্ট্রোল সিস্টেম সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে।

জ) কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঞ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৭. সার্ক বাংলাদেশ, ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী, প্লট নং-২০,২১, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক রি-প্যাকিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার

অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরণের কীটনাশক রি-প্যাকিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ বা নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদষ্টন বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে ।

ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

ঙ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

ছ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সৃষ্ট বিষাক্ত কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

জ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে ।

ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে ।

ঞ) কারখানার রিপ্যাকিং ইউনিট হতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য Suction hood, ডাস্ট কালেক্টর, একজস্ট ফ্যান ও চিমনী কার্যকারীভাবে চালূ রাখতে হবে।

ট) কারখানার মেঝে/ ইকুইপমেন্ট/ স্ক্রাবার, বস্ত্র ও কন্টেইনার ধৌত করা পানি ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করে Detoxic না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। তরল বর্জ্য Detoxic করার জন্য নির্মিত স্টোরেজ পন্ডে Detoxic হওয়ার পর Bioassay পরীক্ষার মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশে নির্গমন করতে হবে।

ঠ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।

ড) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ঢ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না ।

ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ত) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

থ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান - এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

দ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ধ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ন) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

প) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. আর এস পি এল হেলথ বিডি লিঃ, ১৭১, তেঁতুইবাড়ী, সারাব, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিটারজেন্ট পাউডার ও ডিস ওয়াশ বার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র ডিটারজেন্ট পাউডার ও ডিস ওয়াশ বার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কালা-পানি) কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরল-বর্জ্য Neutralization বেসিনের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. আজমির মেটাল, ৫৩, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিল্ডিং ডেকোরেশন আইটেম উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বিল্ডিং ডেকোরেশন আইটেম উৎপাদন এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইস্থ নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইএমপি প্রতিবেদষ্টন উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ইলেক্ট্রোcøটিং ও গ্যালভানাইজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না ।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. আর এম ক্রিয়েটিভ, কদমতলী বাজার, বাঙ্গারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার, নীল ও টাইলস ক্লিনার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার, নীল ও টাইলস ক্লিনার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কালা-পানি) কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরল-বর্জ্য Neutralization বেসিনের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. এ্যাপারেল ভিলেজ লিঃ, ৩৭, খাগান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৩৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্তরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. এস কে ডাইং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ, সস্তাপুর, গাবতলা, ফতুল□া, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. পারটেক্স ডেনিম মিলস্ লিঃ, নিটওয়্যার লিঃ, মৌজাঃ বাহাদুরপুর, গ্রামঃ জাঙ্গালিয়াপাড়া, পোঃ ভাওয়াল মির্জাপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, গত ৩১.০৫.২০১৫ তারিখে পবম/পরিবেশ-৩/পছা-৩/২০১৫/৩৫৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক ইআইএ প্রতিবেদন ও জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডেনিম ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং , প্রিন্টিং, গার্মেন্টস ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

ণ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশি□ষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

ত) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

থ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ) কারখানার কার্যক্রম দ্বারা বনভূমি ও বন্যপ্রাণীর কোন প্রকার ÿতিসাধন করা যাবে না।

ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. নিউ ওরিয়েন্ট ডাইং, কুতুবাইল, ফতুল□া, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশে□ষিত ফলাফল এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং কার্যক্রম এবং ১ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্তরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. বি.আর এন্টারপ্রাইজ, হাজীগঞ্জ প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন, ফতুল□া, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইংও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশে□ষিত ফলাফল এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৬. ফরচুন হসপিটাল লিঃ (ক্লিনিক), শেরে বাংলা সড়ক, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।

গ) প্লাষ্টিক সুঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ যন্ত্রে জীবানূমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিষ্টয় প্লাস্টিক, Cutter দিষ্টয় সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।

ঘ) সূঁচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়।

ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।

ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।

জ) হাসপাতালের নিজস্ব এলাকায় স্থাপিত স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সর্বাক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. ইউনাইটেড হসপিটাল লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), বাড়ী নং ১৫, রোড নং ৭১, গুলশান-২, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.৬২৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.৬২৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. হা-মীম ডেনিম লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৮.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার c-v‡›Ui মাধ্যমে ৮.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৯. ফখর“দ্দিন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার p□v›U), মৌজা-কেওয়া, ওয়ার্ড নং-৫, জে এল নং-৭,কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার p□v‡›Uর মাধ্যমে ৩.৮১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার p□v‡›Uর মাধ্যমে ৩.৮১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩০. বি এইচ আই এস অ্যাপারেলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), ৬৭১, দত্তপাড়া, হোসেন মার্কেট, টংগী, গাজীপুর

(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্টের মাধ্যমে ১.০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্টের মাধ্যমে ১.০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩১. ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), দেওয়ান ইদ্রিস রোড, বড় রাঙ্গামাটিয়া, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৬৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৬৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩২. মেসার্স মায়মুন টেক্সটাইলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ১.১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ১.১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৩. জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), কারল, সুরিচালা, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৭০৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৭০৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৪. মেসার্স ডিবি টেক্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), ইয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৭.৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৭.৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৫. মতিন স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), সারদাগঞ্জ, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ১০.৩৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ১০.৩৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৬. কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), বেরন, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ০.৮০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ০.৮০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৭. ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), ৩৯-৪০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সাব স্টেশন স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৯/১০/২০০৭ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১৩০৬৪/ছাড়-১০৫৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সাব স্টেশন স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৮. ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), বড় রাঙ্গামাটিয়া, জিরাবো, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৭.৮৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৭.৮৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৯. মাওনা ফ্যাশনস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), টেপিরবাড়ী, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.২৬৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.২৬৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪০. **ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিঃ (জেনারেটর ইউনিট), চর ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদষ্টনর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪১. **হামজা টেক্সটাইলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.১৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ২.১৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪২. ই ও এস টেক্সটাইল মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), cøট নং:১-৬,১৭-২২, ডিইপিজেড, গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৬৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৬৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৩. ইউনিলায়েন্স টেক্সটাইলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট) , দ□িণ ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.০৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.০৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৪. কে ডি এস এক্সেসরিজ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), ১৯১-১৯২, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ১.৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ১.৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উলে□খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৫. আকিজ কেমিক্যাল লিমিটেড, শ্যামপাড়া, কুমনা, ছাতক, সুনামগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পটাশিয়াম ক্লোরাইড হতে পটাশিয়াম কে□ারেট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশষ শর্তর সাথ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র পটাশিয়াম ক্লোরাইড হতে পটাশিয়াম কে□ারেট উৎপাদন এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযাজ্য হব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়াজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণর তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করত হব।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৬. সিঙ্গার এয়ারকন্ডিশনার ফ্যাক্টরী, রাজফুলবাড়ীয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এয়ারকন্ডিশনার প্রস্তুতকরণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র এয়ারকন্ডিশনার প্রস্তুতকরণ এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেনা।

গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ EMP প্রতিবেদষ্টন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।

চ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা । এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ঝ) কারখানার জেনারেটর নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান (SPM) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ, সিকিরগাঁও, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, বি-চিং পাউডার, ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বর্ধিত ৬ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ কন্যান অনুমোদনসহ গত ২৫/০৯/২০০৮ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১৪৫৯৯/ছাড়-১৮২৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী বহাল রাখার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে আগামী ২৪/০৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন শুধুমাত্র হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, বি-চিং পাউডার, ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন উৎপাদন এর জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উলে-খিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঘ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সকল প্রকার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে কারখানায় কর্মরতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও Chain of Command প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ বিষয়ে সর্বদা সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালু রাখতে হবে ও এ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কারখানায় বিষাক্ত ক্লোরিন জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করা হয় মর্মে কারখানার সম্মুখে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।

চ) কারখানার চারপাশে বাফার জোন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারখানার চারদিষ্টকর সীমানা সংলগ্ন জায়গায় কোন বাড়ীঘর যেন গড়ে না উঠে সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ) সব ধরনের বর্জ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়, উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ করতে হবে এবং বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ণ (3R - Reduce, Reuse & Recycle) নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

জ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঝ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্তরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা

ঞ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

ট) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশি□ষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

ঠ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

২. **বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প। গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল), রেড-ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার লেভেল-৩,৪,৫ও৬, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehebilitation Project, H # 10, R # 01, Block # F, Banani, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রীজ নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইটিপি/এসটিপি-র ডিজাইন অনুমোদন

১. **ক্যাপিটাল পেপার এন্ড পাল্প ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সন্তানপাড়া, পলাশ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ প্রস্তুতকরণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) দাখিলকৃত সম্প্রসারিত ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।

(গ) সম্প্রসারিত ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাবে না এবং বিদ্যমান ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন ব্যতীত কোন তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(ঘ) আগামী ৩ মাসের মধ্যে তরল বর্জ্যের জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

২. **কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক, ওয়ার্ড-২,৩,৪ কালিয়াকৈর পৌরসভা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১৪-ই, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭)** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ STP)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে এসটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) দাখিলকৃত সম্প্রসারিত এসটিপির ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এসটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

(খ) এসটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, মিরসরাই, চট্টগ্রাম, অফিসঃ বিডিবিএল ভবন লেভেল-১৫, ১২, কারওয়ানবাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সদর দপ্তর থেকে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **সিরাজুল এন্ড মাইনুল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ, মধ্যম আকিলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুর" করা যাবে না।

৩. **বেইস পেপারস লিঃ, শ্রীরামপুর, আরিচা রোড, ধামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৪. **সুইস কোয়ালিটি পেপার (বিডি) লিঃ, বি-৪৬,পূর্ব রাজাশন, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদষ্টন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৫. **ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ (সম্প্রসারিত), ধলদিয়া, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্পিনিং, ডায়িং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৭২০০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯০তম সভার কার্যবিবরনীতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত নং-ক/৪১ বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৬. **এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ, নয়াপাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটর ও পিক আপ ভ্যান উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৭. **১৭৭ কিলোওয়াট পিক সোলার মিনি গ্রীড প্রজেক্ট, বাংলাবাজার, উত্তর সাকুচিয়া, মনপুরা, ভোলা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৭৭ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ৮০ কেভিএ স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে না।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন

১. **SRIIP প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলাধীন কোমরপুর আর এন্ড এইচ (চাঁদপুর) পরসোমবাড়ী হাট-নন্দাহার কোলা জি সি সড়কে ৩৫০০ মিটার চেইনেজ ছোট যমুনা নদীর উপর ১৫০ মিটার আরসিসি প্রি স্ট্রেস গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প এলজিইডি, নওগাঁ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রীজ নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. **সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প□ান্ট, ইটাবাড়িয়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী পায়রা বন্দর কর্তৃপÿ, ৭৫-৭৬, কাকরাইল লেভেল-৭, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পায়রা বন্দরে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৩. **ঢাকা ওয়াশার পদ্মা (জশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্পের ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, পদ্মা (জশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্প ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন (১২ তলা), ৯৮, কাজী নজর□ল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৪. **RETDP এর অধীনস্থ UREDS DCSD শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, রিভার ক্রসিং এবং সুইচিং স্টেশন নির্মাণ, প্রশিÿণ একাডেমিক ভবন (৭ম তলা), বাপবিবো, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, রিভার ক্রসিং এবং সুইচিং স্টেশন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৫. **টেক্স জিপার (বিডি) লিঃ (ইউনিট-২), cøট নং ২৬৪ ও ২৭৩, আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিপার প্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানাটি সরকার কর্তৃক ঘোষিত রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরন অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক এ ধরনের কারখানার অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) নীতিগতভাবে অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে "Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP)" প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **এনার্জিপ্যাক এলপিজি বোতলজাতকরণ প্রকল্প, চুনকুড়ি, দাকোপ, খুলনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোটলিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে-খিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের

অনুকূলে খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদষ্টন বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদষ্টনর নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. **চাঁদনী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ভয়রা, নিয়ামতপুর, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাটকাঠি থেকে চারকোল (কার্বন পাউডার) উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদষ্টন বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. **ভার্গো টোব্যাকো লিঃ, গাজীপুরা, কাউলটিয়া, বিওএফ, সদর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. **কিসমত রিসাইক্লিং প□ান্ট, ঈদুলপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. **আলিফ ষ্টীল মিলস্ লিঃ, পৌলি, এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রঙ্গীন ঢেউটিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. **মহেড়া পেপার মিলস লিমিটেড, কোট বহুরিয়া, বহুরিয়া, মির্জাপুর, টাংগাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ প্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাংগাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. **ঢাকা টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঝাউগাই, ডৌহাকলা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং, ডায়িং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৯. ইউরিনকো বাংলাদেশ, সোম, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১০. এ বি সি লেদার, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া রংকরণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১১. থার্মোক্স কালার কটন লিঃ, কারারদি, শিবপুর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তুলা রংকরণ ও সুতা উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১২. এমিগো বাংলাদেশ লিঃ, খলাপাড়া, দক্ষিণবাগ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং , ডাইং, ওয়াশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৩. রেইমেন্ট টেক্সার এন্ড ফ্যাশনস লিঃ, সাওঘাট, র"পগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পলিস্টার/ম্যাশ কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৪. লিবার্টি নিটওয়্যার লিঃ, পলী বিদ্যুৎ, চান্দোরা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৭/০২/২০১৩ তারিখে ৩০.৩৩.৩২.৩.২৮২.০৯১২১২/ছাড়-১৭২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত অবস্থানগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৫. মেসার্স নাভানা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিঃ, গ্রামঃ শিরিরচালা, মৌজাঃ ৩ নং মাহনা ভবানীপুর, ইউনিয়নঃ মির্জাপুর, থানাঃ গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশ ও বন অধিদপ্তরের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত, গত ১৮.১০.২০১৫ তারিখে পবম/পরিবেশ-৩/৩/ছাড়পত্র-০৩/২০১০/৬১০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) কারখানার কার্যক্রম দ্বারা বনভূমি ও বন্যপ্রাণীর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

জ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৬. ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, হোল্ডিং নং-১/১ বি কল্যাণপুর , ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশি□ষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) সূচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য, জীবানুমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং কোস্টিক টুকরা করার জন্য শ্রেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে

ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবানুমুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ভবে পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কবরস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
জ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।
ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গড়ে তুলতে হবে
ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।
ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
ণ) 'ক' -'ঢ'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৭. এম পি পি পাওয়ার প□ান্ট লিমিটেড, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩৮.৯২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ জিরো ডিসচার্জ cøান অনুমোদন

১. কে এ সি ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ, ১২/১৩ তেতুইবাড়ী, সারাবো, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ cøান এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ cøান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøানে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশি□ষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

২. **পরাগ টেক্সটাইল মিল(প্রাঃ) লিঃ, সাওঘাট, ভূলতা, র"পগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ cøন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ cøন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশি□ষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৩. **ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিঃ, নয়ামাটি, কুতুবপুর, ফতুল□া, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ cøন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ cøন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশি□ষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৪. **ইউনাইটেড এ্যাপারেলস, ফুলহর, মদনপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ cøন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ cøন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশি□ষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৫. **ক্রসলাইন নীট ফেব্রিক্স লিঃ, cøট নং-৪৫,৪৮,৪৯,৫১,৫২, মৌজা- ভাদাম, পোঃ- নিশাত নগর, থানা-টঙ্গী, জেলা-গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং এন্ড ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ cøন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ cøন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ cøনে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশি□ষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ cøনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৬. **ফকির ফ্যাশন লিঃ, ডহরগাঁও, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ কোন এবং সংশিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ কোন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ কোনে উলে- খিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলে- খিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ কোনে উলে- খিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ কোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **জাস কর্পোরেশন, নূর জাহান টাওয়ার (৩য় তলা), বাংলা মটর, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বায়োমেডিকেল ফ্লুইড সংগ্রহ ও রপ্তানী) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে ।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে ।

(গ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে ।

(ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত ছকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে ।

২. **মেঘনা শিপ বিল্ডার্স এন্ড ডকইয়ার্ড লিঃ, মেঘনা ঘাট, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে ।

(খ) মৌজা ম্যাপের উপর জমির দাগ-খতিয়ান উলেখপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান চিহ্নিত করে দেখাতে হবে।

৩. **করণী নীট কম্পোজিট লিঃ, রতনপুর, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং , ডাইং, প্রিন্টিং, ইয়ার্ন ও গার্মেন্টস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৯১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **লোকমান কয়ার ফোম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, প্লট নং-৯-১০, বি এফ আইডিসি রোড, কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চান্দরগাঁও, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিউটেরিয়াম পাওডার উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) বিনিয়োগ বোর্ডের সংশোধিত নিবন্ধনপত্র দাখিল করতে হবে ।

(খ) যথাযথভাবে পূরনকৃত ইএমপি চেকলিস্ট দাখিল করতে হবে।

(গ) উৎপাদিত পন্য ও কাঁচামালের পরিমানসম্বলিত নামের তালিকা দাখিল করতে হবে ।

(ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ দাখিল করতে হবে।

(ঙ) দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থা উলেখ করতে হবে ।

৫. **এভারেস্ট রাগ প্রডাকশন লিঃ, নেত্রকোণা রোড, শম্ভুগঞ্জ, কোতয়ালী, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কার্পেট উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্ড়রিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) যথাযথভাবে পূরনকৃত ইএমপি চেকলিস্ট দাখিল করতে হবে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের Process Flow Diagram দাখিল করতে হবে।

(গ) কাঁচামালের পরিমানসহ নামের তালিকা দাখিল করতে হবে।

৬. **কিউ ভি সি বিডি লিমিটেড, সুন্দরবন ২ নং ইউনিয়ন পরিষদ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চেইন সংযোজন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৩ সালে লাল শ্রেণী হিসেবে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম এখনও লাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পকে ইআইএ হতে অব্যাহতি প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. **মীর পাল্প এন্ড পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বিসিক শিল্প এলাকা, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মিডিয়াম পেপার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. **হাবিব এন্ড সন্স পাইরোলাইসিস ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ, বিন্দাবন, উধুর, পাতারটেক, পূবাইল, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৯. **বাংলা ট্রাক লিঃ, নরসিংহপুর, আশুলিয়া, সাভার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটর সার্ভিসিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১০. **বিভাটেক লিমিটেড, ২৪০২, বাদালদী, তুরাগ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টু হুইলার, থ্রি হুইলার গাড়ী সংযোজন ও প্রস্তুত) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্ড়ে, দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. **মেসার্স হং জং টেকনোলজিস লিঃ, cøট নং- ১২, আর.এস-১১, ওয়ার্ড নং-৬, রানাভোলা, তুরাগ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শুষ্ক ব্যাটারী প্রস্তুত) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্ড়ে, দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

১২. **বিপিআর পেইন্ট এন্ড কোং, ৪৪/১, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এনামেল পেইন্ট উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্ড়রিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) উৎপাদিত পন্য ও কাঁচামালের পরিমানসহ নামের তালিকা দাখিল করতে হবে ।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের Process Flow Diagram দাখিল করতে হবে।

(গ) দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থা উলে□খ করতে হবে ।

১৩. **এনএইচটি ফ্যাশনস লিঃ, cøট নং-২০-২২, সেক্টর-০৫, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৪. **এশিয়া কার (বিডি) লিঃ, পুরানদিয়া, শিবপুর, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিএনজি/ডিজেল/পেট্রোল/ব্যাটারী চালিত থ্রি-হুইলার সংযোজন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৮তম সভার সিদ্ধান্ত এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) উদ্যোক্তা কর্তৃক BRTA থেকে মটরযানের টাইপ অনুমোদনের কপি দাখিল করতে হবে ।

১৫. **অরবিস স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড শিপ ইয়ার্ড, দার□চ্ছুন্নাৎ, উত্তর, শর্ষিনা, নেছারাবাদ, পিরোজপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্ড়ারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয় ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে ।

১৬. **রেডিও মাসালা লিঃ, এম জি টাওয়ার (১৪ তলা), ৩৮৯/বি, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেডিও স্টেশন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য রেডিও স্টেশনটি যে ১৫-তলা ভবনে অবস্থিত সে ভবনের পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে কী না - সে বিষয়ে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামত প্রেরণের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয় ।

১৭. **সমন্বিত আর্বজনা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা), আকুয়া, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৮. **নূরজাহান হাসপাতাল লিঃ, রিজ টাওয়ার, ওয়েভস-১, দরগা গেইট, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৯. **লাইফ কেয়ার ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার (হাসপাতাল), সবুজবাগ মোড়, সদর, পটুয়াখালী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২০. **ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট), গৌরীপুর, আশুলিয়া, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৯.২৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিকসমূহ ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২১. মেসার্স জে. এইচ এন্টারপ্রাইজ, মনকান্দা, লতিফপুর, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পভুক্ত জমি সমতল জমি যেখানে ধানক্ষেত রয়েছে মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুসরণ করে আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধি (Terms of Reference-ToR) দাখিল করতে হবে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পভুক্ত ভূমি উর্বর কৃষি জমি কি-না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে মতামত দাখিল করতে হবে।

২২. চায়না-বাংলা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মাইজপাড়া, পাঁচ কাহনিয়া, ইউনিয়নঃ কুল্লাগড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৫৯ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইজারাভুক্ত আলোচ্য প্রকল্প এলাকাটি পাহাড়/টিলা শ্রেণীর মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী ''কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or Razing) করা যাইবে না।'' মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদে ''পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না'' মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় অবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরূদ্ধারের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৩. মেসার্স শতাব্দী ট্রেডার্স, ভেদিকুড়া, থানাঃ ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৫৯ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইজারাভুক্ত আলোচ্য প্রকল্প এলাকাটি পাহাড়/টিলা শ্রেণীর মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী ''কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or Razing) করা যাইবে না।'' মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদে ''পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না'' মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় অবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরূদ্ধারের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৪. তাজমা সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর চিনামাটির কোয়ারী প্রকল্প, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পভুক্ত ভূমি সমতল জমি যেখানে ধানক্ষেত রয়েছে মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা

হয়েছে। সভায় বিস্ড়ারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী আলোচ্য বিদ্যমান প্রকল্পটি লাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুসরণ করে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন (EMP Report) দাখিল করতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর যে ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিরসনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হবে এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও এর কার্যকারিতা মনিটরিং, ইত্যাদি বিষয়াদি উক্ত ইএমপি প্রতিবেদষ্টন প্রতিফলিত হতে হবে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পভুক্ত ভূমি উর্বর কৃষি জমি কি-না সে বিষয়ে সংশি□ষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে মতামত দাখিল করতে হবে।

২৫. পিপলস সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মৌজাঃ আড়া পাড়া, ইউনিয়নঃ কুল□াপাড়া, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৫৯ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইজারাভুক্ত আলোচ্য প্রকল্প এলাকাটি পাহাড়/টিলা শ্রেণীর মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী ''কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or Razing) করা যাইবে না।'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় আরো উলে□খ করা হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদে ''পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় অবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ÿতি সাধিত হয়েছে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরূদ্ধারের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৬. মেসার্স হক এন্ড ব্রাদার্স, ভেদিকুড়া, থানাঃ ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৫৯ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইজারাভুক্ত আলোচ্য প্রকল্প এলাকাটি পাহাড়/টিলা শ্রেণীর মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী ''কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or Razing) করা যাইবে না।'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় আরো উলে□খ করা হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদে ''পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় অবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ÿতি সাধিত হয়েছে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরূদ্ধারের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৭. বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস লিঃ (খনি প্রকল্প), মৌজাঃ আড়পাড়া, ইউনিয়নঃ কুল□াপাড়া , দূর্গাপুর, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৫৯ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইজারাভুক্ত আলোচ্য প্রকল্প এলাকাটি পাহাড়/টিলা শ্রেণীর মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী ''কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা

আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or Razing) করা যাইবে না।'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় আরো উলে□খ করা হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদে ''পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় অবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ÿতি সাধিত হয়েছে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরূদ্ধারের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৮. **বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরি লিঃ-এর মঞ্জুরীকৃত সাদামাটি কোয়ারি প্রকল্প, মাইজপাড়া রাণী খং, থানাঃ দুর্গাপুর, নেত্রকোণা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৩১ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইজারাভুক্ত আলোচ্য প্রকল্প এলাকাটি পাহাড়/টিলা শ্রেণীর মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী ''কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or Razing) করা যাইবে না।'' মর্মে উ‡ল□খ রয়েছে। সভায় আরো উলে□খ করা হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদে ''পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় অবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ÿতি সাধিত হয়েছে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরূদ্ধারের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৯. **মেসার্স এস আর ইন্টারন্যাশনাল, আড়পাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি/চিনামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিভাগীয় দপ্তরের মতামত, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৫২ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপীলেট বিভাগে দায়েরকৃত লীভ টু অ্যাপীল নম্বর ২৪৭৩/২০১৪ এর উপর গত ২৯/০১/২০১৪ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইজারাভুক্ত আলোচ্য প্রকল্প এলাকাটি পাহাড়/টিলা শ্রেণীর মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী ''কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or Razing) করা যাইবে না।'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় আরো উলে□খ করা হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদে ''পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না'' মর্মে উলে□খ রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৬(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় অবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ÿতি সাধিত হয়েছে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরূদ্ধারের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩০. **মেসার্স আলফাজ এন্টারপ্রাইজ, গ্রামঃ নাজিরপুর, ডাকঃ তেলিয়াপাড়া, উপজেলাঃ মাধবপুর, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদা মাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৮৫ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত ইএমপি প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পভুক্ত ভূমি সমতল জমি যেখানে ধানে্যত রয়েছে মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলে□খ করা হয়েছে। সভায় বিস্ড়রিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে অত্র অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুসরণ করে সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন (EMP Report) দাখিল করতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর যে ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিরসনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হবে এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও এর কার্যকারিতা মনিটরিং, ইত্যাদি বিষয়াদি উক্ত ইএমপি প্রতিবেদষ্টন প্রতিফলিত হতে হবে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পভুক্ত ভূমি উর্বর কৃষি জমি কি-না সে বিষয়ে সংশি□ষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে মতামত দাখিল করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **ক্রাউন পাওয়ার জেনারেশন লিঃ, পশ্চিম মুক্তারপুর, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বায়ু ও শব্দের মানমাত্রা পরীÿণ বাবদ বকেয়া ফী বিষয়ে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় ও ঢাকা গবেষণাগার কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নির্ধারিত বকেয়া ফী উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিশোধ সাপেÿ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **Dhaka Mass Rapid Transit Development project, Phase-11 (MRT Line-6) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, Dhaka Mass Rapid Transit Development project ,প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৪, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন,ঢাকা-১০০০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেট্রো রেল লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, প্রকল্পের Updated ইআইএ প্রতিবেদন, Emergency Response Plan, ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটির Alignment পরিবর্তনের কারণ ও যৌক্তিকতা উলে□খপূর্বক সংশোধিত Updated ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঞ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **সাউথ ইস্ট টেক্সটাইল (প্রাঃ লিঃ), গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং এবং ডায়িং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আলোচ্য কারখানাটি ১৯৮৬ সাল থেকে চালু রয়েছে। এছাড়া আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে যা আগামী ২২/০৩/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নবায়ন করা আছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরÿণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরÿণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী এ ধরনের বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইআইএ অনুমোদনের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে টাঙ্গাইল জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **ফারিহা নীট টেক্স লিঃ, বাড়ৈভোগ, পশ্চিম মাসদাইর, এনায়েতনগর, ফতুল□া, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আলোচ্য কারখানাটি চালু রয়েছে। এছাড়া আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে যা ২৬/০৮/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত নবায়ন করা আছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরÿণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরÿণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী এ ধরনের বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইআইএ অনুমোদনের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **ইন্টারস্টফ ক্লোথিং লিঃ, কলমেস্বর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গার্মেন্টস কার্যক্রম) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি একটি গার্মেন্টস কারখানা যেখানে মূলত কাটিং ও সুয়িং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গার্মেন্টস কারখানাকে ০১/১০/২০০৭ তারিখের এসআরও-২৩৭ আইন/২০০৭ এর মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আওতা বহির্ভূত করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরÿণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরÿণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ইআইএ অনুমোদনের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **এফ এম সি পেইন্টস এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ভেলা□পাড়া বাজার, উত্তর দেয়াং, পশ্চিম পটিয়া, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রং ও বার্নিশ প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক ইটিপির বিস্তারিত ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, Emergency Response Plan, Heavy Metal ব্যবহার করা হবে কী না ইত্যাদি উলে□খপূর্বক সভার আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **ভারটেক্স পেপার এন্ড বোর্ড মিলস্ লিঃ, গ্রামঃ সাফিয়াবাদ, পোঃ রশিদপুর, থানাঃ বাহুবল, জেলাঃ হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার মিল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **পূর্বাচল অফিসার্স সিটি, সমমনা অফিসার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ , মৌজাঃ ছটাকিয়া, ইউনিয়নঃ বারদী, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. **আরাফ হসপিটাল লিঃ, পূর্ব নাছিরাবাদ, বায়োজিদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে ।

৮. **সাদ মুছা ফেব্রিক্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্ট) , খাজা রোড, কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প-ান্টের মাধ্যমে ৩.৩৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আলোচ্য ক্যাপটিভ পাওয়ার প□ান্টটি চালু অবস্থায় রয়েছে ও এর অনুকূলে দাখিলকৃত ইএমপি প্রতিবেদন বিবেচনায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিস কর্তৃক বিগত ০১/০৯/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পঅ/চবি/ছাড়পত্র-১১০/২০১৪/২৫৬ নং স্মারকের মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও ইআইএ প্রতিবেদনটি প্রণয়নের ÿত্রে বিধি মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ToR অনুমোদন করা হয় নি। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরÿণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরÿণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদন করার সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৯. **Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development (JICA-LGED TA Project)** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ খাল খনন, বাঁধ/রাস্তা নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন ইত্যাদি)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **তারাশিমা অ্যাপারেলস এর ইনসিনারেশন বয়লার, নয়াডিঙ্গি, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনসিনারেশন স্টীম বয়লার কার্যক্রম) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) ইনসিনারেটরের ক্যাটালগ/স্পেসিফিকেশন দাখিল করতে হবে ।

(খ) ইনসিনারেটরের অবস্থান উলে□খপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পের দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ দাখিল করতে হবে।

(গ) ইনসিনারেটরের কাঁচামাল অর্থাৎ কী ধরনের কঠিন বর্জ্য ব্যবহার করা হবে তার তালিকা ও পরিমান দাখিল করতে হবে।

(ঘ) ইনসিনারেটরের ধোঁয়া নির্গমনের ক্ষেত্রে গৃহীত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উলে□খ করতে হবে ।

(ঙ) ইআইএর কার্যপরিধি (ToR) দাখিল করতে হবে।

২. **মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী সম্প্রসারণ প্রকল্প, বুড়িরডাঙ্গা, মোংলা, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে প্রায় ৬.৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমণ এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৮.১৯৯৯ তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে পারে এমন সকল ধরনের কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবন প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-তে স্থাপিত এবং স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও এ বিষয়ে ববিষ্যৎ করনীয় নির্ধারনের লক্ষ্যে গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় পরিবেশ কমিটির নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। সেইসাথে আলোচ্য প্রকল্পের সকল অবকাঠামো নির্মান কাজ বন্ধ রাখারও সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে বাগেরহাট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **বেঙ্গল শিপইয়ার্ড লিঃ (রিনিউঅ্যাবল এনার্জি সেক্টর), রঘুরচর, হোসেনদী, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিকসমূহ ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **cMøব ট্যানিং (বাংলাদেশ) কোম্পানী লিমিটেড, ধলাদিয়া, ধলাদিয়া মৌজা, ভাওয়াল রাজবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফিনিশড লেদার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **আনাম গ্রীন ফুয়েল এনার্জি রিসোস, আউশনারা, মহিষমারা, মধুপুর , টাংগাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৫তম সভার সিদ্ধান্ত এবং টাংগাইল জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **ঢাকা সাউথ ডুপ্লেক্স সিটি, কাদিশাল ও বরিহাজী, কেয়াইন, শিকারপুর নিমতলা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসন প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. **আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপারস লিঃ (ফেইজ-২), পিতলগঞ্জ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. **Dhaka-Chittagong Expressway on PPP Basis (Project) 132/4, New Bailey Road, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাস্তা নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৯. **জুলধা ইন্ডাস্ট্রিয়াল থীম পার্ক, মৌজা-জুলধা, থানা- কর্নফুলী, জেলা-চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অয়েল টার্মিনাল, শোধনাগার, জাহাজ মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্ড়রিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আইইই প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীল এবং ইআইএর কার্যপরিধিসহ) দাখিল করতে হবে ।

(খ) নির্ধারিত ছকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।

ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **বাগেরহাট জেলার রামপালে নির্মিতব্য ১৩২০ মে.ওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম ও খুলনা ১৩২০ X ২ মে.ও কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা** (প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance and Monitoring Report ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ড) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ জিরো ডিসচার্জ cøন অনুমোদন

১. **মেসার্স আবির ফ্যাশন, বাড়ি-৪৪, রাস্তা-০২, কুতুবাইল, ফতুল□া, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ cøন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **হা মীম ডেনিম লিঃ, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম ফ্যাব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ কøান এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **মডেল ডি ক্যাপিটাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিঃ, তল□ারোড,খাঁপুর, ফতুল□া, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ কøান এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঢ) বিবিধ ঃ

১. **এগ্রো রিসোর্স কোং লিঃ, কুন্দল, বাইপাস সড়ক, সৈয়দপুর, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গর"-মহিষের শিং, খুর ও হাড়ের গুঁড়ো উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **এ বি এস গার্মেন্টস লিঃ, বামৈলবাজার, সার"লিয়া, ডেমরা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং এন্ড ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৭তম সভায় আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ৩০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন পর্যালোচনাপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিধায় পুনরায় পৃথকভাবে ৩০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **এ আর সি সারফ্যাকট্যান্টস, ৯১, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর-এর শর্ত রহিতকরন প্রসঙ্গে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিটারজেন্ট পাউডার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক কারখানার কার্যক্রম সংশোধনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্ড়রিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৩/০৩/২০০২ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/২৫৩১/৩৫৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র ৫নং শর্ত রহিতকরনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **পাশা পুলস লিমিটেড, কøট নং-৫৬৩/১, বাহদুরপুর (বাংলাবাজার), গাজীপুর সদর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কংক্রিটের ইলেকট্রিকপোল উৎপাদন)ঃ ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশ ও বন অধিদপ্তরের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত এবং প্রকল্পের প্রস্ড়াবিত অবস্থান বিষয়ে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, কারখানাটির অবস্থান ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের আওতাভুক্ত বাহাদুরপুর মৌজার মধ্যে অবস্থিত। কারখানাটিতে কংক্রিটের ইলেকট্রিকপোল উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কারখানায় কোন ধরনের পাথর ভাঙ্গার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে না মর্মে উদ্যোক্তার দাখিলকৃত কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ কমিটির তৃতীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ১০.১ অনুযায়ী আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **গেট ওয়েল লিমিটেড, অলিপুর, শাহজীবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কøাস্টিক/ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. **মেঘনাঘাট পাওয়ার লিঃ, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Simple/Open Cycle Mode System দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন)**ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি□ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে আগামী ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত Combined Cycle System এর পরিবর্তে Simple/Open Cycle Mode System এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার) সহকারী পরিচালক (ইআইএ) ও **সদস্য-সচিব**	**(একেএম রফিকুল ইসলাম)** উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ) ও **সদস্য**	**(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)** উপ-পরিচালক (ইআইএ, অ.দা.) ও **সদস্য**
(ড. মুঃ সোহরাব আলি) উপ-পরিচালক (পানি ও জৈব) ও **সদস্য**	উপ-পরিচালক (গবেঃ ও মনিঃ) ও **সদস্য**	**(মোঃ জিয়াউল হক)** উপ-পরিচালক (আইন) ও **সদস্য**
(সৈয়দ নজমুল আহসান) পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র, চ.দা) ও **সদস্য**	**(মাহমুদ হাসান খান)** পরিচালক (বায়ুমানব্যবস্থাপনা) ও **সদস্য**	**(ড. সুলতান আহমেদ)** পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ও **আহ্বায়ক**